পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো
সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বাংলাদেশ দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করেছে এবং এর ফলে ২০১৫ সালে নিম্ন মধ্যম আয়ের অবস্থানে পৌছেছে, যদিও দেশটি সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে একটি বিশাল অর্থনৈতিক ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছে।অগ্রসরমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সক্রিয় জনসংখ্যার সুবিধা নিয়ে প্রকৃত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি সর্বদা একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে, এবং প্রতি দু'বছরে অন্ততঃ একবার বন্যার পুনরাবৃত্তি সেই উন্নয়ন বিরুদ্ধ শক্তিগুলির মধ্যে একটি। অন্যান্য বিপর্যয়ের মতো বন্যার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অসমানুপাতিক হারে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে যাদের উদ্বৃত্ত আয় ও সম্পদের পরিমান কম এবং সরকারী পরিষেবাগুলিতে সুবিধা প্রাপ্তি আরও সীমিত।বন্যার ক্ষতিকর প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি তাদের স্বল্প সম্পদ যেমন হারায় তেমনি দীর্ঘমেয়াদে মানবিক সমস্যার সম্মুখিন হয়। সাম্প্রতিককালে তৃতীয় পক্ষের এক জরীপের আলোকে দেখা যায় বন্যার অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির যে সব চাহিদা তীব্রভাবে অনুভূত হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, আগাম সর্তকতা ব্যবস্থা , সামাজিক প্রস্তুতি এবং সাড়া প্রদানের সক্ষমতা।

বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় গত কয়েক দশকে চরম বিপর্যয় বা দুর্যোগের ঘটনায় হতাহতের হার কমাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।নীতিগত উন্নয়ন এবং বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রে, আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা (EWSs), এবং চরম প্রাকৃতিক ঘটনার ঝুঁকি ও প্রভাব নিরসনে সরকারী সক্ষমতা উন্নয়নে বিনিয়োগই জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কমাতে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকা ও দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে বিশেষতঃ নদী বিধৌত ও আকস্মিক বন্যা কবলিত অ-উপকূলীয় অঞ্চলে অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং সক্ষমতার বৃদ্ধির জন্য অধিকতর বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ কারনেই, বাংলাদেশ সরকার তার বাস্তবায়নকারী সংস্থা- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক এবং বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 'Resilient Infrastructure for Adaptation & Vulnerability Reduction (RIVER)' শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রস্তুত করছে, যার অভিলক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির নদীবাহিত ও আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি হ্রাস করা, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদানে দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, এবং উদ্ভূত জরুরী পরিস্থিতিতে তাদের সহায়তায় সাড়া প্রদান করা।

প্রকল্পের বিবরণ

দেশের সবচেয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বন্যাপ্রবণ জেলা সমূহের মধ্যে তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী (নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবন্ধা, বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা), পদ্মা নদী (রাজবাড়ি, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর জেলা) এবং দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলের সুরমা ও মেঘনা নদী (সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা) ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহ বহুমুখী শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতিতে (মাল্টি ক্রাইটেরিয়া এনালাইসেস) এই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা দ্বারা নির্বাচন করা হয়েছে। যদিও এ সকল এলাকা একইরকম হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক ও জনগোষ্ঠি ভিত্তিক বিষয়ে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রকল্পের অধীনে চারটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশ রয়েছে:

ক) দুর্যোগ সহনীয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং সাধারন জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামো নির্মাণঃ এই অংশটিতে যে সকল কাজে বিনিয়োগ করা হবে তা হচ্ছে- উপকূলীয় এলাকার বাইরে চিহ্নিত বন্যাপ্রবণ গ্রামগুলোতে স্থানীয় কম্যুনিটির ব্যবহার্য ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি, জলবায়ু সহনীয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থা স্থাপন, জলবায়ু সহনীয় আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ/পুন:নির্মাণ/পুনর্বাসন, স্থানীয় জনগোষ্ঠি কর্তৃক নির্ধারিত ও দুর্যোগ সহনীয় অবকাঠামো, যেমন- স্বল্প দৈর্ঘ্যের সেতু ও কালভার্ট, গ্রামীণ বাজার মেরামত ও পুনর্বাসন, নদী তীরের ঘাট মেরামত ও পুনর্বাসন এবং সৌরবিদ্যুৎ চালিত সড়ক বাতি স্থাপন।

খ) দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানঃ বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এলিজইডি ও নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মালামাল ও সেবা সংগ্রহ, এবং দীর্ঘমেয়াদী দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বিষয়ের উপর কৌশলগত গবেষণা বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

গ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ডিজাইন ও তদারকি, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নঃ প্রকল্পের এই অংশটি প্রকল্প বাস্তবায়ন, সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়, পরীবিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ে দেখাশোনা করবে।

ঘ) জরুরী অবস্থায় করণীয়ঃ এই অংশটি অপ্রত্যাশিত জরুরী প্রয়োজনগুলি পূরণ করবে,এবং সরকারের অনুরোধের ভিত্তিতে সাড়া প্রদান এবং পুনর্গঠনে সহায়তা করার জন্য পুনঃবরাদ্দের মাধ্যমে এই অংশে তহবিলের যোগান দেওয়া হবে।

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন

প্রকল্প প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পের অবস্থান/নকশা সংক্রান্ত বিশদ তথ্য সম্পূর্ণভাবে না থাকায় প্রকল্পের প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কাঠামো পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।বাস্তবায়নকারী সংস্থা (LGED) তাই প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলির মূল্যায়ন, সনাক্তকরণ এবং অংশগ্রহণের জন্য এই পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF) প্রস্তুত করেছে। মুলতঃ এই কাঠামোর উদ্দেশ্য হল প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিবেশগতভাবে টেকসই এবং সামাজিকভাবে যথাযোগ্য হয় তা নিশ্চিত করা; উপ-প্রকল্পগুলির নকশা এবং বাস্তবায়নের সময় প্রাসঙ্গিক সকল পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যাগুলি বিবেচনায় নেওয়া হয়; সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি, সুবিধাসমূহ, এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয় এবং প্রকল্প থেকে সর্বাধিক সুবিধা অর্জন করার সময় এর ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলি বাস্তবসম্মতভাবে এড়াতে, কমাতে এবং পরিচালনা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।এটি নিশ্চিত করবে যে, দেশীয় আইন, নিয়ম ও প্রবিধান, সেইসাথে বিশ্বব্যাংকের বাধ্যবাধকতাগুলি যেন অনুসরণ করা বা মেনে চলা হয় এবং উপ-প্রকল্পগুলির স্থান ও নকশা চূড়ান্ত হওয়ার পরে পরিবেশগত এবং সামাজিক (ES) স্ক্রীনিং এবং পরিবেশগত এবং সামাজিক মূল্যায়ন পরিচালনা এবং বিভিন্ন প্রকার পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়।এই কাঠামোটি প্রাথমিকভাবে নির্ভরযোগ্য সেকেন্ডারি তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।বস্তুত, এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনেরর সাথে বেশ কয়েকটি কার্যকর এবং সফল পরামর্শ অনুষ্ঠানও পরিচালিত হয়েছিল।

নীতি, আইনি এবং নিয়ন্ত্রনমূলক কাঠামো

প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের সমস্ত প্রাসঙ্গিক নীতি, পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রনমূলক কাঠামো এবং বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ ও সামাজিক কাঠামো (ESF) অনুসরণ করবে। প্রকল্পের অংশগুলির পরিবেশগত মূল্যায়নের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বাংলাদেশ সরকারের আইনগুলি হল পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (ECA'95) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (ECR'97)। প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার আগে পরিবেশ অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালকের নিকট থেকে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরন করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এ খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখিত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির মূল প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটি হল পরিবেশগত মূল্যায়ন করা।সরকারী সংস্থা হিসাবে, এলজিইডি সকল সরকারী আইন, নিয়ম বা নির্দেশিকা মেনে চলতে বাধ্য।বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোতে দশটি পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড (ESS) রয়েছে যা একটি উন্নয়ন প্রকল্পের সকল পর্যায়ের জন্য প্রযোজ্য।কিন্তু, পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড-৯ এ উল্লেখিত আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর সংশ্লিষ্টতা এই RIVER প্রকল্পে প্রযোজ্য হবে না।বস্তুত, বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে যেগুলি পূরণ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ ও দেওয়া হয়েছে।মূল পার্থক্যগুলির মধ্যে একটি হল যে সরকারী নিয়ম/নির্দেশিকাগুলির কোনওটিতেই পরিবেশগত ও সামাজিক স্ক্রীনিং বা সুযোগ অনুসন্ধান করার সময় সকল পরিবেশগত এবং সামাজিক মানদণ্ড (ESSs) মেনে চলার পরামর্শ দেয় না; অতএব, পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড-১ -এর অধীনে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যা এই পার্থক্য নিরসনে কাজ করবে । আবার বাংলাদেশে প্রকল্পগুলির নিজস্ব শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি/পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না এবং শ্রম সম্পর্কিত আইনগুলিতে শ্রম প্রবাহ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএইচএস) বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির মূল্যায়নের প্রয়োজন হয় না, যা একটি বিশদ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এলএমপি) প্রস্তুতির মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে।অধিকন্তু, অংশীজনের সাথে সম্পৃক্ততা/জনসাধারণের পরামর্শ, ওএইচএস, সিএসএইচ, বিপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ, প্রশমনের শ্রেণিবিন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়গুলি বাংলদেশ সরকারে আইনী/নিয়ন্ত্রনমূলক কাঠামোতে অনুপস্থিত, যেগুলি বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড গ্রহণ করে পরিপূরক হবে। বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংক প্রবিধানের মধ্যে আরও কিছু পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়েছে যার জন্য সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে তুলনামূলক কঠোরতর পদক্ষেপের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক ভিত্তিমূলক অবস্থা

প্রকল্প এলাকার ভিত্তিমূলক পরিবেশগত এবং সামাজিক অবস্থা প্রকল্পের প্রভাবগুলির সনাক্তকরণ, অনুমান এবং মূল্যায়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।এই ভিত্তিমূলক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনার বেশিরভাগই সেকেন্ডারি তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে।প্রকল্প এলাকাগুলো ১৪ টি অ-উপকূলীয় জেলার ১০৮ টি উপজেলা জুড়ে বিস্তৃত এবং তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, পদ্মা এবং সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থার মধ্যে পাঁচটি জলবায়ু উপ-অঞ্চলের অধীনে এদের অবস্থান।প্রস্তাবিত জেলাগুলিও ভু-স্তরভিত্তিক এবং ভু-

কম্পিও বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময়, এমনকি এসব অঞ্চলে বন্যার ধরণগুলিও ভিন্ন- যা নদীবাহিত থেকে বিভিন্ন মাত্রার আকস্মিক বন্যার প্রকারে বিন্যস্ত। সমস্ত প্রকল্প জেলাগুলি পরিবেশগত অবস্থান এবং আর্থ-সামাজিক ভিত্তির দিক থেকে ও বৈচিত্র্যময়। প্রকল্পের জেলাগুলির বায়ুর গুণমান সকল মাপকাঠিতে সহনীয়/দেশীয় মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে, এবং জেলাসমূহের প্রধান নদীগুলির ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির গুনাগুন বিচারে বিভিন্ন ফলাফল উঠে আসে, যেখানে যমুনা নদীর পানি সবচেয়ে বেশি দূষনীয় এবং গোপালগঞ্জের মধুমতিতে সবচেয়ে কম দূষণ রয়েছে। জেলাগুলির মধ্যে উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-মধ্য অঞ্চলের জেলাগুলিতে কিছু বড় জলাশয় রয়েছে, যা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, কিন্তু প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।এটি প্রত্যাশিত যে, কোন উপ-প্রকল্পের অবস্থান কোনও সুরক্ষিত এলাকা বা পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ এলাকায় প্রভাবিত করার সম্ভাবনা নেই। জেলাগুলির মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর পরিলেখা থেকে দেখা যায় যে, রংপুর বিভাগের জেলাগুলিতে উচ্চতর দারিদ্র্যস্তর বিদ্যমান এবং কুড়িগ্রাম, গোপালগঞ্জ এবং হবিগঞ্জে মহিলা প্রধান পরিবারগুলির হার বেশি।প্রকল্পের জেলাগুলিতে কিছু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা রয়েছে, তবে উপ প্রকল্পের স্থানভিত্তিক আরও জরিপ এবং মূল্যায়ন নির্ধারণ করবে যে প্রকল্পের কার্যকলাপগুলি এই গোষ্ঠীগুলি বা তাদের জীবিকার উপর কোন প্রভাব ফেলবে কিনা।

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব

ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলির প্রাথমিক মূল্যায়ন করার সময় পরিবেশগত এবং সামাজিক ভিত্তিমূলক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত পরিবর্তনসমুহের গতিপ্রকৃতি, প্রভাবের মাত্রা এবং সংবেদনশীলতা, স্থানিক ব্যাপ্তি এবং সময়কাল বিবেচনা করা হয়েছিল।বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর অধীনে চার স্তরের ঝুঁকি শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের কার্যক্রমকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেমন উচ্চ, উল্লেখযোগ্য, মাঝারি ও নিম্ন মাত্রার ঝুঁকি।

প্রকল্প কার্যক্রমের মধ্যে ছোট আকারের বিভিন্ন নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত, তাই এসবের প্রভাব কম থেকে মাঝারি মাত্রার এবং বেশিরভাগই উপ-প্রকল্পের স্থানভিত্তিক হবে এবং ভালভাবে প্রশমিত করা যাবে।সকল আশ্রয়কেন্দ্রই স্কুলের সীমানার মধ্যে তৈরি করা হবে, এবং স্কুল প্রাঙ্গণের জমি ব্যবহার করা হবে।রাস্তা এবং কমিউনিটি অবকাঠামো ইতোমধ্যেই বিদ্যমান সীমারেখার মধ্যেই নির্মিত হবে, গ্রামীণ বাজারগুলি ও একই জায়গায় মেরামত/পুনর্বাসন করা হবে এবং ছোট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্বাসন করা হবে। এই প্রকল্পের অধীনে কোনো নির্মাণ/পুনর্বাসন বা মেরামত কাজের জন্য কোনো জমি অধিগ্রহণ করা হবে না। যে সকল স্থানে ভুমির উচ্চতা বৃদ্ধি করা হবে, সেখানে ও একই নিয়ম অনুসৃত হবে।অতএব, প্রভাবগুলি প্রাথমিকভাবে নির্মাণকাজের কারনেই সৃষ্টি হবে, যার মধ্যে অস্থায়ী বায়ু দূষণ, ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ, নির্মাণের সময় পয়ঃনালার জট ও জলাবদ্ধতা এবং নির্মাণ কাজ শেষে অবকাঠামো সমূহ ব্যবহারকালীন সময়ে কিছু প্রভাব পরতে পারে, যেমনঃ ধুলো, বায়ু এবং শব্দ দূষণ ইত্যাদি। ঘটতে পারে. নির্মাণ কার্যক্রম এবং অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারনে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও নির্মাণ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার উপর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এলাকার নিকটে অবস্থান করায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের উপর এর প্রভাব পরতে পারে। যেহেতু আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ইস্পাত কাঠামোর হবে, তাই নির্মাণ পর্বের সময় শ্রমিকদের কিছু পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

এই প্রকল্পের অধীনে অবকাঠামো নির্মাণ কাজগুলি মুলতঃ ছোট আকারের হওয়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে শ্রমিকের প্রবাহ সঙ্ঘটিত করবে না, তাই জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং যৌন হয়রানি/ শোষণ বা নির্যাতনের ঝুঁকি ও নগণ্য বলে অনুমান করা যেতে পারে।নির্মাণ পর্যায়ে সম্ভাব্য সকল প্রভাবসমুহ সুগম্য এবং কার্যকর উভয় পদ্ধতিতে যথেষ্ট ভালোভাবেই প্রশমন করা সম্ভব। প্রকল্পের প্রারম্ভিক পর্যায়ে সুচিন্তিত নকশা বিবেচনার মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের ব্যবহার পর্যায়ের অনেক প্রভাব এড়ানো বা হ্রাস করা সম্ভবপর হয়। আরেকটি সম্ভাব্য কিন্তু পরোক্ষ প্রভাব উপ-প্রকল্প সুবিধাগুলিতে সৌরশক্তি-ব্যবস্থার ব্যবহার থেকে উদ্ভূত হতে পারে; সোলার প্যানেল বিক্রি করে এমন অনেক কোম্পানি তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিশুশ্রমিকদের ব্যবহার করে বলে জানা গেছে, এই কোম্পানিগুলির যে কোনোটি থেকে সরঞ্জাম বা প্যানেল কেনার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পের সমস্ত ঝুঁকি এবং প্রভাব বিবেচনা করার পর, প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকিকে বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো অনুসারে 'মধ্যম' এবং বাংলাদেশ সরকারের ঝুঁকি শ্রেণীকরন পদ্ধতি অনুসারে 'অরেঞ্জ-বি' মাত্রায় শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য পদ্ধতিগত কাঠামো

উপরে উল্লেখিত বিষয় বিবেচনায় প্রকল্পটি পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কাঠামোগত পদ্ধতি গ্রহণ করবে, যা প্রকল্পের জীবনচক্রে বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক কাঠামোতে উল্লেখিত ও প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য পরিবেশগত এবং

সামাজিক মানদণ্ডসমূহ, এবং প্রযোজ্য সরকারি নিয়ম ও প্রবিধানের পাশাপাশি প্রশমনের অনুক্রম (mitigation hierarchy) অর্থাৎ ক্ষতিকর বা নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কিত কার্যক্রম এড়ানো, বা এর ব্যাপ্তি কমানো, প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহন, এবং ক্ষতিপূরণ (অথবা ইতিবাচক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি) করা এবং বাস্তবতার নিরিখে ইতিবাচক প্রভাবসমুহের বৃদ্ধি, ইত্যাদি মেনে চলবে।

প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করার জন্য উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং প্রয়োজন। স্ক্রীনিং অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট স্থানভিত্তিক পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন এবং/অথবা পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ)-এ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি, ESMP) প্রস্তুত করা হবে। পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন/ইএসএমপিগুলিকে যে সকল বিষয়স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা উচিত, তা হচ্ছেঃ (ক) উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব, (খ) প্রতিকূল প্রভাবগুলি দূর করতে বা ক্ষতিপূরণ করার জন্য অথবা প্রভাবসমুহ একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে কমাতে একটি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ এবং অপারেশন (ব্যবহার) উভয় পর্যায়ে নেওয়া পদক্ষেপগুলি; (গ) এই ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমুহ; এবং (গ) গৃহীত প্রশমন ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্য একটি পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা।

সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব এবং তাদের তাৎপর্য বিবেচনা করে, প্রাথমিক মূল্যায়নের সময় বেশিরভাগ উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি মাঝারি থেকে নিম্ন মাত্রার বলে মনে হয়েছে। এই ধরনের উপ-প্রকল্পগুলির জন্য অনুসরণযোগ্য বিশদ পদ্ধতি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) -তে বর্ণিত হয়েছে।

অংশীজনের অংশগ্রহন/ সম্পৃক্ততা ও তথ্য উন্মুক্তকরন

RIVER প্রকল্পের জন্য একটি পৃথক অংশীজনের অংশগ্রহণ পরিকল্পনা (এসইপি) প্রস্তুত করা হয়েছে যা এই প্রকল্পের প্রধান নির্দেশক নথি হবে। এসইপিতে প্রতিষ্ঠিত সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এলজিইডি এবং ডিএন্ডএসসি (ডিজাইন এবং সুপারভিশন কনসালটেন্টস) এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হবে। প্রকল্প কার্যক্রমের বিষয়ে মতামত পাওয়ার জন্য বিভিন্ন অংশীজনের সাথে পরামর্শ করা হয়েছিল এবং প্রকল্পের অধীনে চারটি নির্বাচিত জেলায় বিভিন্ন কর্মদিবসে এই ধরনের ১৮ টি পরামর্শ সভা করা হয়েছিল এবং অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন অংশী গ্রুপ থেকে এসেছিল। সভাগুলিতে বেশ কিছু পরামর্শমূলক ব্যবস্থা উঠে এসেছে, যেমন, (ক) স্থান নির্বাচন এবং নকশার আগে গত ৪০-৫০বছরের বন্যার প্রকৃতি, ব্যাপ্তি এবং সময়কাল বিবেচনা করতে হবে, (খ) সর্বোচ্চ বন্যা স্তরের উপরে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে, (গ) আশ্রয়কেন্দ্র স্বাস্থ্যসেবা, পানি সরবরাহ, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট, গবাদি পশুর জন্য আলাদা জায়গা, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্কদের জন্য র‍্যাম্প(ক্রমশ ঢালু সিঁড়ি পথ), হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা, ইত্যাদি সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে, (ঘ) সংযোগকারী রাস্তাগুলিকে উঁচু করা হবে, (ঙ) সমন্বয় কমিটি গঠন এবং নির্মাণকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা,ইত্যাদি।অংশগ্রহণকারীদের মতামত বা মন্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে এবং প্রকল্প কার্যক্রমেও বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত RIVER প্রকল্পে প্রকল্প কার্যক্রমের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত/আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অভিযোগ/ পরামর্শ প্রাপ্তি ও অভিযোগের নিরসনের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএম) ও প্রতিষ্ঠা করবে।সংশ্লিষ্ট সকল অংশীগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব রেখে একটি চার স্তর বিশিষ্ট অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) গঠন কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে, ।পিআইইউ নিশ্চিত করবে যে অভিযোগ প্রতিকারের পদ্ধতি কার্যকর ও যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে, এবং অভিযোগগুলি সঠিকভাবে নিরসন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য সেই প্রক্রিয়াগুলি ও পর্যবেক্ষণ করবে।

তথ্য প্রচারের প্রক্রিয়া সহজ এবং সকলের কাছে অভিগম্য/অবারিত হওয়া উচিত।RIVER প্রকল্পের খসড়া পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, পুনর্বাসন নীতি কাঠামো, অংশিজনের অংশগ্রহণ/ সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা, শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, এবং পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রতিশ্রুতি পরিকল্পনা – এ সকল নথিসমূহ স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনের কাছে প্রকাশ করা হবে, এবং তা মুলত ইলেকট্রনিক ফরম্যাটেই হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সক্ষমতা তৈরি

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। এলজিইডি ঢাকা-ভিত্তিক সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)-এর মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে, যার নেতৃত্বে একজন প্রকল্প পরিচালক (পিডি) থাকবেন।প্রকল্প পরিচালককে সহায়তার জন্য এই প্রকল্পের নিমিত্তে একজন পূর্ণকালীন উপ-প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি), একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, একজন সহকারী প্রকৌশলীর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কারিগরি এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত

সহায়ক কর্মী নিয়োগ করা হবে। প্রকল্পের বেশিরভাগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে, যেখানে এলজিইডির সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের অধীনে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা (যেমন, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ইত্যাদি) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে কাজ করবেন এবং নিজ নিজ জেলা ও উপজেলায় বাস্তবায়ন তদারকি ও পর্যবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন।পিআইইউ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াদি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে। প্রকল্পের নকশায় বিভিন্ন প্রকার কর্মীর প্রয়োজনীয়তা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিআইইউতে একজন সিনিয়র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ এবং একজন সিনিয়র সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ থাকবেন। এই বিশেষজ্ঞরা প্রকল্পের জীবনচক্র জুড়ে বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ডসমূহ এবং সরকারী আবশ্যিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য পিআইইউ-তে পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত থাকবেন। পিআইইউকে সহায়তার জন্য একটি ডিজাইন অ্যান্ড সুপারভিশন কনসাল্টিং (ডিএন্ডএসসি) সংস্থা নিযুক্ত থাকবে, যার অধীনে পরিবেশ, সামাজিক, যোগাযোগ, জেন্ডার এবং শারিরিক/মানসিক অক্ষমতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞগন দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন। এ সকল বিশেষজ্ঞ এবং সংস্থাসমূহের নিযুক্তির শর্তাবলী (টিওআর) এবং সময়কাল বিশ্বব্যাংকের সম্মতি অনুসারে নির্দিষ্ট হবে ।